বটগাছ

মনীন্দ্র রায়

খেয়াঘাটে আছে এক
বুড়ো বটগাছ,
ডালে তার সারাদিন
পাখিদের নাচ।
মাঝগাঙে যদি ভাই
খেয়া চলে যায়।
লোকেরা ছায়ায় বসে
শরীর জুড়ায়।
সাঁঝবেলা পথিকেরা
ভাবে, হাঁটা মিছে
খড়-কুটো জ্বেলে ভাত
রাঁধে তার নিচে।

খেয়ে দেয়ে শোয় তারা,
নদী রয় পাশে।
পাতাগুলি তাই দেখে
জোছনায় হাসে।

জেনে রাখো

খেয়া	–	নদী পারাপারের নৌকা
খেয়াঘাট	–	নদীর যে জায়গা থেকে নৌকা চড়ে নদী পার হয়।
গাঙ	–	বড় নদী [সংস্কৃত গঙ্গা থেকে শব্দটি এসেছে]
বুড়ো বটগাছ	–	ডালপালা ছড়ানো বিশাল প্রাচীন বটগাছ।
মাঝ গাঙ	–	মাঝ নদীতে
জুড়ায়	–	ঠান্ডা হয়
সাঁঝ বেলা	–	সন্ধ্যা বেলা [সন্ধ্যা শব্দ থেকে কবিতায় সাঁঝ হয়েছে]
পথিক	–	পথে চলে যে [পায়ে হেঁটে]
রয়	–	থাকে
জোছনা	–	চাঁদের আলো [মূল শব্দ জ্যোৎস্না, কবিতায় জোছনা হয়েছে]

কাব্য পরিচয়

নদীর ধারে একটি বহু প্রাচীন বটগাছের ডালে সারাদিন পাখিদের আনন্দ কোলাহল স্থানটিকে মাতিয়ে রাখে। ভর দুপুরে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য পথিক এসে যদি দেখে নৌকা ঘাট ছেড়ে মাঝ নদীতে চলে গেছে তখন তারা এই বটের ছায়ায় বসে আরাম করে। সন্ধ্যে হলে ফিরে না গিয়ে এই বটতলাতেই নিজেদের আহারটুকু সেরে নিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করে। কারণ, পরদিন ঠিক সময়ে খেয়া নৌকা ধরে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাবে। পশু-পাখি ও পথিকের আশ্রয়দাতা এই বৃদ্ধ বটের পাতাগুলি হাল্কা হাওয়ায় জ্যোৎস্নার আলোকে যখন ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে তখন কবির মনে হয় গাছের ভাললাগা, ভালবাসার হাসি যেন পাতার মধ্যে দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঠবোধ

নিচের খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

1. খেয়াঘাটে আছে এক বুড়ো................[আমগাছ/বটগাছ]
2. ডালে তার.........পাখিদের........[সারাদিন/সারারাত, নাচ/ঘুম]
3. ....ছায়ায় বসে শরীর জুড়োয় [লোকেরা/পাখিরা]
4. ....পথিকেরা ভাবে হাঁটা মিছে [ভোরবেলা/সাঁঝবেলা]
5. ....জ্বেলে ভাত রাঁধে তার নিচে [ঘাস-পাতা/খড়-কুটো]

সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. খেয়াঘাট কাকে বলে?
7. কবি বটগাছটিকে বুড়ো কেন বলেছেন?
8. গাঙ শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
9. খেয়া চলে গেলে লোকেরা কী করে?
10. সাঁঝ শব্দটির মূল রূপ লেখো।
11. জোছনা শব্দটির মূল শব্দ কী?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

12. বুড়ো বটগাছটি কার কার আশ্রয় স্থল? সে কাকে কীভাবে সেবা করে? 'বটগাছ' কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।
13. বটগাছের পাতাগুলি কি সত্যি হাস্‌ছে? কবি কেন লিখেছেন পাতা হাস্‌ছে? তুমি বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. একই উচ্চারণের দুটি শব্দ। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। তুমি শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো।

   উদাহরণ :

   ডাল – গাছের ডালে পাখি বসে।

   ডাল – ডালের বড়া খেতে ভালো।

করো :

সারা –

সারা –

জ্বেলে –

জেলে –

জেলে –

তারা –

তারা –

পাতা –

পাতা –

2. বিপরীত শব্দ লেখো –

বুড়ো

দিন

সাঁঝ

নিচে

শোয়

হাসে

3. নিচের শব্দগুলিতে এক থেকে বহু করো

লোক

সে

পথিক

পাতা

করতে পারো

তোমরা নিশ্চয়ই বটগাছ দেখেছ। বটগাছের ছবি আঁকবার চেষ্টা করো। বটগাছে কোন কোন পাখি বসে, সেই পাখিগুলিকে চিনে নিয়ে। তাদের নাম লেখো।